আদেশনং- ১০
তারিখ-১২/১১/২৩

অদ্য এস আর ও অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা দরখাস্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে।

বাদী ও বিবাদী উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি হাজিরা দাখিল করেন।

নথি নিষেধাজ্ঞা দরখাস্ত বিষয়ে শুনানীর জন্য নেওয়া হলো।

নিষেধাজ্ঞা দরখাস্ত বিষয়ে উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলির বক্তব্য শ্রবণ করলাম।

বাদীপক্ষ দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৩৯ বিধি ১ ও ২ তৎসহিত পঠিত ১৫১ ধারার বিধানমতে ১-৪ নং বিবাদীর বিরুদ্ধে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা করেছেন।

বাদীপক্ষের মূল বক্তব্য হলো, তপশীল বর্ণিত কর্ণফুলী থানার অন্তর্গত জুলধা মৌজার আর. এস. $\frac{৮৫৪৪}{৮৫৪৬}$ দাগের ১.৯০ একর খিলা ভূমি নতুন জোত সৃষ্টি করিয়া বিগত ৩১৩/১৯৪২-৪৩ নং জোত মামলা মূলে খাস মহল অফিসারের ১৭/০৮/১৯৪৩ ইং তারিখের আদেশ মূলে ২৬৪ নং জোত ও ১৭৭৯/১৮ নং খতিয়ান সৃজনে জনৈক নুরুল ইসলামের বরাবরে রায়তি স্থাপন পূর্বক উক্ত সম্পত্তির খাস দখল অর্পণ করেন। পরবর্তীতে নুরুল ইসলাম বিগত ১৭/০৪/৪৭ ইং তারিখের ২০৫৩ নং কবলা মুলে ৩৬ শতক ভুমি বাচন আলী, আব্দুল মোনাফ ও সুলতান আহাম্মদ বরাবরে হস্তান্তর করেন। সুলতান আহম্মদ ও বাচন আলী আবদুল মনাফের ওয়ারীশ গং উক্ত ৩৬ শতক ভুমি বিগত ১৬/৮/১৯৬৭ ইং তারিখের ৬৫৯২/৬৫৯৩ নং কবলা মূলে মোঃ নাজির উল্লাহর বরাবরে হস্তান্তর করেন। উক্ত মোঃ নাজির উল্লাহ হতে উত্তরাধিকারসূত্রে বাদীগণ মালিক দখলকার হন। বাদীগণ তপশীলোক্ত নালিশী আর এস $\frac{৮৫৪৪}{৮৫৪৬}$ দাগের আন্দরে ৩৬ শতক ভূমি মৌরশী ক্রমে সুদীর্ঘ ৬০ বছরের অধিক কাল যাবত ভোগদখল দখল করিয়া আসিতেছেন। বিগত ৯/৩/২০২৩ ইং তারিখ বিবাদীগণ নালিশী ভুমি বাংলাদেশ সরকারের নামে ০১নং খাস খতিয়ান ভুক্ত হইয়াছে মর্মে দাবী করিয়া বিরোধীয় ভূমিতে বাদীগণের স্বত্ব অস্বীকার করায় বাদীগন অত্র মামলা আনয়ন করেছেন।

বাদীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি নিবেদন করেন যে সরকার বিবাদীপক্ষ নালিশী সম্পত্তি ভুলক্রমে ১ নং খাস খতিয়ানভুক্ত হবার সুবাদে বাদীগনের শান্তিপূর্ণ ভোগদখলে বাধা সৃষ্টি করছে; গাছপালা কর্তনের পায়তারা করছে এবং নালিশী সম্পত্তি অন্যত্র লিজ প্রদানের পায়তারা করছে। এমতাবস্তায় বিবাদীদের উক্তরুপ কার্য থেকে বিরত রাখার নিমিত্ত বাদীপক্ষ বাধ্য হয়ে অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত আনয়ন করেছেন।

অপর দিকে দরখাস্তকারীপক্ষের উক্ত বক্তব্যকে অস্বীকার পূর্বক ১-৪ নং বিবাদী/প্রতিপক্ষ লিখিত আপত্তি দাখিল করিয়া নিবেদন করেন যে, নালিশী জুলধা মৌজার আর এস ১৪০৬ খতিয়ানের আর. এস. $\frac{৯৫৫}{৮৫৪৪}$ দাগের ৬.২০ একর নদী শ্রেণীর ভূমি ভারত সম্রাট পক্ষে ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর চট্টগ্রাম এর নামে চুড়ান্ত প্রচার আছে। (আর. এস. মতে অর্থাৎ খাস খতিয়ানভুক্ত নদী শ্রেণীর ভূমি)। পরবর্তীতে আর. এস. $\frac{৯৫৫}{৮৫৪৪}$ দাগের ভূমি পি. এস ১ নং খাস খতিয়ান হয়। আর. এস. $\frac{৯৫৫}{৮৫৪৪}$ দাগের সামিল বি. এস. ২ দাগের ০.৩৬ একর ভূমি বাংলাদেশ সরকার পক্ষে ডেপুটি কমিশনার, চট্টগ্রাম এর নামে ১ নং খাস খতিয়ানভুক্ত হয়। এভাবে নালিশী ভূমি আর. এস. পি. এস. ও বি. এস. রেকর্ড মতে সরকারী খাস খতিয়ানভুক্ত ভূমি হয়। বাদীপক্ষ বি. এস. ১ নং খতিয়ানের বি. এস. ২ দাগের সামিল আর. এস. $\frac{৮৫৪৪}{৮৫৪৬}$ দাগ মিথ্যা ভাবে দেখিয়ে সরকারের সম্পত্তি আত্মসাৎ করার কুমানসে অত্র অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত আনয়ন করিয়াছেন। উক্ত আর. এস. $\frac{৮৫৪৪}{৮৫৪৬}$ দাগ জুলধা মৌজার আর. এস. সীটে অর্ন্তভুক্ত নাই ও কোন কালে ছিল না। উক্ত ভূমি আর. এস. জরীপে শ্রেণী নদী ছিল। কালক্রমে তা উন্নয়নক্রমে বর্তমানে বি. এস. ২ দাগের ভূমির উপর ডাঙ্গারচর যাওয়ার একমাত্র প্রধান সড়ক স্থিত আছে। নালিশী ভূমির জলীয়াংশে মৎস্য চাষ ও ভূমিহীনদের মৎস্য চাষের প্রশিক্ষণ পরিচালনা এবং উক্ত ভূমিসহ ও তৎ সংলগ্ন অন্যান্য খাস ভূমিতে প্রতিটি ইউনিয়নের শিশু পার্ক নির্মাণ করে ধারাবাহিক ভাবে সরকার ভোগ দখলে আছে। এতে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম চলমান

রয়েছে। ভূমির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় বাদী অন্যায় লাভের বশবর্তী হয়ে সরকারী উন্নয়ন মূলক কাজে বাধার সৃষ্টি করার জন্য এবং সরকারী সম্পত্তি আত্মসাৎ করার জন্য অত্র মিথ্যা মামলা আনয়ন করেছেন। বিবাদীপক্ষ আরো দাবি করেন যে দরখাস্তকারীপক্ষ তার প্রাইমা ফেসি কেস প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি এবং তুলনামূলক সুবিধা অসুবিধার ভারসাম্য দরখাস্তকারীপক্ষের প্রতিকূলে বিধায় নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুরযোগ্য।

উভয়পক্ষের বক্তব্য, নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত , আপত্তি , দাখিলী কাগজাদি সহ সমগ্র নথি পর্যালোচনা করলাম। পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাদী চট্টগ্রাম জেলার কর্নফুলী থানাধীন জুলধা মৌজার ২৬৪ নং জোত খতিয়ানের $\frac{৮৫৪৪}{৮৫৪৬}$ নং দাগের সামিল বি এস ১ নং খতিয়ানের ২ দাগের ৩৬ শতক ভূমি বাবাদ নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা করেছেন। বাদীপক্ষ হতে দাখিলীয় ২৬৪ নং জোতের ১৭৭৯/১৮ নং খতিয়ান এর ফটোকপি পর্যালোচনায় দেখা যায় উক্ত খতিয়ানের $\frac{৮৫৪৪}{৮৫৪৬}$ ও $\frac{৮৫৪৪}{৮৫৪৭}$ নং দাগের ২ একর ৭০ শতক **খিলা রকম ভূমি** সিকলবাহা সাকিনের বশির আহম্মদের পুত্র নুরুল ইসলাম রায়তী স্বত্বে প্রাপ্ত হয়ে ভোগদখলকার ছিলেন। বাদীপক্ষের দাবিমতে নুরুল ইসলাম উক্ত সম্পত্তি থেকে ৩৬ শতক ভূমি বিক্রয় করলে হস্তান্তর পরিক্রমায় তা বাদীগনের পূর্ববর্তী নাজির উল্লাহ প্রাপ্ত হয়। বাদীপক্ষের দাখিলীয় ২০৫৩/১৯৪৭, ৬৫৯২/১৯৬৭ ও ৬৫৯৩/১৯৬৭ নং কবলা পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় নাজির উল্লাহ দুই কবলায় আর এস ১৭৭৯/১৮ নং খতিয়ানভূক্ত $\frac{৮৫৪৪}{৮৫৪৬}$ দাগের ৩৬ শতক ভূমি খরিদ করেছিলেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। ১৯৪৭ সনের কবলার চৌহদ্দি পর্যালোচনায় দেখা যায়, হস্তান্তরিত ৩৬ শতক ভূমির পশ্চিমে-কর্নফুলী নদী স্থিত আছে। বাদীপক্ষ নাজির উল্লাহ মরনে উক্ত সম্পত্তিতে বর্তমানে বাদীগণ ভোগদখলকার থাকার দাবি করেছেন। কিন্তু সরকার বিবাদীপক্ষ বাদীপক্ষের এরুপ দাবি অস্বীকার করেছেন। সরকারপক্ষের দাবিমতে নালিশী সম্পত্তিতে বাদীপক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ নেই। বিগত আর.এস, পি.এস ও বি.এস জরিপে উক্ত সম্পত্তি সরকারের নামে ১ নং খাস খতিয়ানভূক্ত হয়। বিবাদীপক্ষের দাখিলীয় আর এস ১৪০৬ নং

খতিয়ান হতে দেখা যায় $\frac{৯৯৫}{৮৫৪৪}$ নং দাগে ৮.২০ একর নদী শ্রেনী ভূমির মালিক ছিল ভারত সম্রাট পক্ষে ডিস্ট্রিক্ট ক্যালেক্টর চট্টগ্রাম। বিবাদীপক্ষ হতে দাখিলীয় আর এস সীট ও আর এস ১৪০৬ নং খতিয়ান পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় ৮৫৪৪ নং দাগ আর এস খতিয়ানে $\frac{৯৯৫}{৮৫৪৪}$ নং দাগ হিসাবে উল্লেখ রয়েছে। বি এস সীট পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, নালিশী ২ নং দাগ সহ কতিপয় দাগ উক্ত আর এস $\frac{৯৯৫}{৮৫৪৪}$ নং দাগের সামিল দাগ হয়। বাদীপক্ষ নালিশী বি এস ২ নং দাগের ৩৬ শতক ভূমি ১৭৭৯/১৮ নং জোত খতিয়ানের $\frac{৮৫৪৪}{৮৫৪৬}$ নং দাগের সম্পত্তি মর্মে দাবি করেছেন। **$\frac{৮৫৪৪}{৮৫৪৬}$ নং বাটা দাগের অর্থ হলো বাদীর দাবিকৃত ভূমি ৮৫৪৬ নং দাগের যাহা ৮৫৪৪ নং দাগের আশেপাশে রয়েছে। কিন্তু আর এস সীট পর্যালোচনায় ৮৫৪৪ নং দাগের আশেপাশে ৮৫৪৬ নং দাগের কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। যেহেতু বাটা দাগের ভগ্নাংশীয় লব রেফারেন্স দাগ (যে দাগের আশেপাশে মূল দাগ থাকে) হিসাবে ধরা হয়, সেকারনে বাদী কখনোই ৮৫৪৪ বা $\frac{৯৯৫}{৮৫৪৪}$ নং দাগের ভূমির দাবিদার হবেন না।** আর এস সীট হতে প্রতীয়মান হয় ৯৯৫ দাগের পাশেই ৮৫৪৪ নং দাগ স্থিত আছে। এক্ষেত্রে আর এস খতিয়ানে $\frac{৯৯৫}{৮৫৪৪}$ নং দাগ লিপিতে কোন ভুল হয়নি বলে আমি মনে করি। আর এস খতিয়ানে $\frac{৯৯৫}{৮৫৪৪}$ নং দাগ লিপি নালিশী দাগ ভূমি চিহ্নিতকরনে কোন প্রতিবন্ধকতা নয় বলে আমি বিবেচনা করি। সার্বিক বিবেচনায় বাদীর দাবিকৃত সম্পত্তি আর এস $\frac{৯৯৫}{৮৫৪৪}$ বা আর এস সীট মতে আর এস ৮৫৪৪ দাগের সম্পত্তি নয় বলে আমি বিবেচনা করি। যেহেতু ধারাবাহিক আর এস বি এস জরিপে নালিশী বি এস ২ দাগের সম্পত্তি বাংলাদেশ সরকারের নামে খাস হিসাবে ১ নং খতিয়ানে রেকর্ড হয়েছে সুতরাং নালিশী সম্পত্তিতে বাদীপক্ষের আপাত স্বত্ব স্বার্থ নেই মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সরকার বিবাদীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলির বক্তব্য এবং দাখিলী উন্নয়ন কার্যক্রমের স্থির চিত্রের কপি পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে নালিশী ভুমি ও তৎ সংলগ্ন সরকারী খাস ভুমিতে সরকারী অর্থায়নে শিশু পার্ক সহ বিনোদন কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলিতেছে। এছাড়া উক্ত খাস ভুমিতে আরো কিছু উন্নয়ন মূলক কার্য আরম্ভের পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে মর্মে বিজ্ঞ কৌসুলি নিবেদন করেন। নালিশী ভুমিতে বাদীপক্ষের আপাত স্বত্ব বিদ্যমান নেই মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় নালিশী ভুমিতে সরকারের চলমান উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতা স্বরুপ নিষেধাজ্ঞ আরোপ কোনভাবেই সমীচীন হবে না বিবেচনা করি এবং এরুপ ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা প্রদান আইন দ্বারাও সমর্থিত নয়।

সার্বিক বিবেচনায় অত্র মামলায় দরখাস্তকারী/বিবাদীপক্ষ তাদের প্রাইমা ফেসী কেস প্রতিষ্ঠা করতে নিদারুনভাবে ব্যর্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি। সুবিধা অসুবিধার পাল্লা বাদীপক্ষের প্রতিকুলে মর্মে দৃষ্ট হয়। দরখাস্তকারীপক্ষের নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুর হলে বাদীপক্ষের এমন কোন ক্ষতির আশঙ্কা নেই যা অর্থ দিয়ে মেটানো সম্ভব হবে না এবং প্রকৃতপক্ষে কোন পক্ষই ক্ষতিগ্রস্থ হবে না বলে আমি মনে করি। সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষ কর্তৃক আনীত অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুরযোগ্য।

অতএব

আদেশ হয় যে,

বাদীপক্ষ কর্তৃক আনীত গত ৩০/০৪/২০২৩ ইং তারিখের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত দো-তরফা শুনানীঅন্তে বিনা খরচায় নামঞ্জুর করা হলো।

উপরিউক্তভাবে অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নিষ্পত্তি করা হলো।

অত্রাদেশের অনুলিপি অবগতির নিমিত্ত ১-৪ নং বিবাদী বরাবর প্রেরণ করা হোক।

আগামী ----------ইং তারিখ জবাব দাখিল।